www.xtrapapers.com

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS
General Certificate of Education Ordinary Level

BENGALI **3204/02**

Paper 2 Language Usage and Comprehension **May/June 2010**

1 hour 30 minutes

Additional Materials: Answer Booklet/Paper

6093026634

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

If you have been given an Answer Booklet, follow the instructions on the front cover of the Booklet.
Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in.
Write in dark blue or black pen.
Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid.

Answer **all** questions.

At the end of the examination, fasten all your work securely together.
The number of marks is given in brackets [ ] at the end of each question or part question.

This document consists of **9** printed pages and **3** blank pages.

DC (SM/TL) 23194/2
© UCLES 2010

UNIVERSITY *of* CAMBRIDGE
International Examinations

www.xtrapapers.com

Section A
বিভাগ ক

A1 Separation/Combination of Words [10]

সন্ধিবিচ্ছেদ / সন্ধি

নিচে দেওয়া শব্দগুলোর সন্ধি কর। তোমার উত্তর প্রদত্ত উত্তরপত্রে লেখ।

1 অন্তঃ + অঙ্গ

2 এক + অন্ত

3 সৎ + ভাব

4 প্রতি + আশা

5 বি + অবস্থা

A2 Idioms, Proverbs and Words in Pairs [10]

বাগধারা, প্রবচন, জোড়া শব্দ

নিচের বাক্যগুলোতে একটি করে শূন্যস্থান দেওয়া আছে। শূন্যস্থানগুলো পূরণের জন্য নিচে দেওয়া উপযুক্ত বাগধারা, প্রবচন/জোড়া শব্দটি বেছে উত্তরপত্রে লেখ।

6 সারাবছর ফাঁকি দিয়ে এখন __________ ছাড়া উপায় নেই, পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে এসেছে।

7 ওরা সব __________ , ওদের একটাকে পেটালে অন্যদেরকে ধরা সহজ হবে।

8 এমন __________ লোকের কাছ থেকে তুমি কীভাবে নিরপেক্ষ বিচার আশা করলে?

9 ছেলেটির বিচক্ষণতা আর আচরণেই বোঝা যায় তার __________ কত উচ্চ মানের।

10 এই স্বল্পজ্ঞান নিয়ে সে আর কতদূর এগোবে, আমি জানি __________ ।

(1)	সব শিয়ালের এক রা	**(6)**	দিনরাত
(2)	অভাবে স্বভাব নষ্ট	**(7)**	খাল কেটে কুমীর আনা
(3)	ঝাঁকের কৈ	**(8)**	মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত
(4)	শিক্ষা দীক্ষা	**(9)**	আদাজল খেয়ে লাগা
(5)	পাকা ধানে মই	**(10)**	একচোখা

www.xtrapapers.com

A3 Sentence Transformation [10]
বাক্য রূপান্তর

নিচের প্রত্যেকটি অসম্পূর্ণ বাক্যকে উপযুক্ত শব্দের সাহায্যে পূরণ করে তোমার উত্তরপত্রে এমনভাবে লেখ যেন উপরের বাক্যটির অর্থ বদলে না যায়।

11 ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়।
যাদের ____ ।

12 মিথ্যেবাদীকে সবাই অপছন্দ করে।
যে ____ ।

13 তুমি উদ্যোগ নিলেই কাজটা হবে।
যদি ____ ।

14 মেয়েটি বলল, ‘‘বাবা, আগামী সোমবার কত তারিখ?’’
মেয়েটি ____ ।

15 সে জায়গাটা জনমানবশূন্য বলে হয়তো নিরাপদ নয়।
সেখানে ____ ।

www.xtrapapers.com

A4 Cloze Passage [20]
ক্লোজ পরিচ্ছেদ

এই অনুচ্ছেদটিতে শূন্যস্থানগুলো পূরণের জন্য নিচে কতগুলো শব্দ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি শূন্যস্থান পূরণের জন্য এর মধ্য থেকে উপযুক্ত শব্দটি বেছে উত্তরপত্রে লেখ।

ক্যাডিলাকের আবিষ্কার মার্কিন মুলুকে হলেও পৃথিবীর অনেক দেশেই এই গাড়ির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। বাইরের চাকচিক্যের পাশাপাশি এর ভিতরকার ___**16**___, দ্রুতগতি এবং মনোরম উপস্থাপনার জন্য গাড়িটি ইতোমধ্যেই অনেকের মন ___**17**___ করে নিতে পেরেছে। ১৭০১ সালে ডেট্রয়েট শহরে সে প্রথম আত্মপ্রকাশ করার পর থেকে এযাবৎ প্রায় ___**18**___ প্রতীকচিহ্ন বদল করেছে এই ___**19**___ গাড়িটি। ২০০০ সালে এই প্রতীকটির সর্বশেষ ___**20**___ হল। তার গায়ে ছাপ পড়ল নতুন প্রতীকের। এযুগের বিখ্যাত ___**21**___ পিয়ের মঁদ্রিয়ঁ এই প্রতীকের উদ্ভাবক। এর আগে পর্যন্ত ক্যাডিলাকের প্রতীকে ছিল একটি ___**22**___ পুষ্পস্তবক। কোনও ___**23**___ পরিবর্তন না ঘটিয়ে বরং আগেকার সেই মূল প্রতীকে ভেসে উঠবে বহুমাত্রিক নতুন ___**24**___। ক্যাডিলাক কর্তৃপক্ষের মতে, সর্বশেষ প্রতীকটিতে ঐতিহ্য ও নতুনত্ব দুটোই ___**25**___ থাকবে। হুবহু আগেকার আদলে এই প্রতীকের সঙ্গে যে ভঙ্গিতে আর হরফে ক্যাডিলাক লেখা থাকত, তা কিন্তু অপরিবর্তিতই থাকছে।

(1) যখন	**(6)** আমূল	**(11)** বজায়
(2) বিলাসবহুল	**(7)** আরাম	**(12)** মতো
(3) বৃত্তাকার	**(8)** পুরনো	**(13)** জয়
(4) শিক্ষাবিদ	**(9)** নকশাবিদ	**(14)** পরিবর্তন
(5) নকশাটি	**(10)** তিরিশবার	**(15)** চাকা

www.xtrapapers.com

BLANK PAGE

TURN OVER FOR SECTION B

© UCLES 2010

www.xtrapapers.com

Section B
বিভাগ খ

অনুচ্ছেদটি ভালভাবে পড়ে নিচে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

নীল আকাশের নিচে অনন্তকাল ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে গর্বোদ্ধত ভঙ্গিতে। এই পর্বতশৃঙ্গের নাম এভারেস্ট। ১৯২১ সালে ব্রিটিশরাই প্রথম শুরু করে এই সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয়ের অভিযান। গত কয়েক দশকে প্রায় শ'দুয়েক অভিযাত্রীকে প্রাণ দিতে হয়েছে। কিন্তু কখনও এই অভিযান থেমে থাকে নি। ব্রিটিশরা ক্রমে এটাকে সাধনার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। প্রায় ৩২ বছর ধরে বহু ব্যর্থ প্রয়াসের পর ১৯৫৩ সালের ২৯শে মে তেনজিং-হিলারির নেতৃত্বে ব্রিটিশ দলের কাছেই প্রথম হার মেনেছিল এভারেষ্ট।

গত কয়েক দশকে পরিবর্তমান বিশ্বের সাথে সাথে বদলে গেছে পর্বত আরোহনের ধারা ও গতিপ্রকৃতি। পাহাড়কে বাগ মানানোর জন্যে এসে গেছে অত্যাধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও উপযুক্ত পোশাক। অনেক উপর থেকেও সেল ফোনে কথা বলা যায়। এই অভিযানে বাঙালিরাও পিছিয়ে নেই। ২০০৪ সালের মে মাসে ভারতীয় নৌ-সেনা বাহিনীর বাঙালি সদস্য সত্যব্রত দাম এভারেষ্ট বিজয়ের পর দলের সবাইকে নিয়ে নিরাপদে ফিরে এসে বলেন, “পাহাড়কে কখনও জয় করা যায় না, বড়জোর জয় করা যায় নিজেকে।” পরবর্তীকালে ভারতীয় বায়ুসেনা দলের তিন বাঙালি সদস্যও ২৯,০৩৫ ফুট উচ্চতার এই এভারেষ্ট জয় করেন। কিন্তু সেই জয়ের আনন্দ মুহূর্তেই অতল বিষাদে তলিয়ে যায়, কেননা ফেরার পথে এদেরই একজন প্রাণ হারান। এমন ঘটনা হামেশাই ঘটে, তবুও এভারেষ্টের এই অদম্য আকর্ষণে ছুটে যায় সব ধরণের অভিযাত্রীরা।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে একালের এক দৃষ্টিহীন অভিযাত্রী এরিক ওয়াইহেনমায়ারের কথা। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে ২০০১ সালের ১৫ মে তিনি পৌঁছে যান এভারেষ্ট শিখরে। কাজটা অত সহজ ছিল না। কৈশোরে এক আত্মীয় তাঁর হাতে একটি লাঠি ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, “এখন থেকে এটাই হবে তোমার পরম বন্ধু।” রাগে তিনি ভেঙ্গে ফেলেন সেই লাঠি। কৈশোরের সেই জেদই পরবর্তীতে রূপ নেয় পর্বত জয়ের দুর্দম সংকল্পে।

রাতের অন্ধকারেই তাঁকে বেরোতে হয়েছিল শিখর অভিযানে। বস্তুত সেদিন সহ-অভিযাত্রীদের তিনিই ছিলেন ভরসা। কালো চশমা ও অক্সিজেন-মুখোশ ঝাপসা হয়ে যাওয়ায় অন্য অভিযাত্রীরা যখন কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না তখন দিশা দেখাচ্ছিলেন এরিকই। প্রায় কুড়ি হাজার ফুট উঁচুতে ওঠার পর এরিক একটি বরফস্তুপের ফাটলে পড়ে যান। ভয় পেয়ে গেছিলেন সহযাত্রী মাইকেল ও'ডনেল। কিন্ত মনের জোর হারান নি এরিক। নিজের মাল নিজেই বহন করেছেন আগাগোড়া। সহযাত্রীদের সাহায্য নিয়েছেন খুবই কম। তাঁর আগের অভিযাত্রীর শরীরে বাঁধা থাকত একটি ছোট ঘন্টা। সেই ঘন্টার টুং টাং ধ্বনি শুনেই এগোতেন তিনি। শেষ বাধা বারো মিটারের *রক ফেইসটা* প্রায় বুক ঘষেই উঠলেন। পাশেই সহযাত্রী এভান্স। পৌনে একঘন্টা পরে এগোতে এগোতে পিঠে এভান্সের হাত। “আর এগোতে হবে না বন্ধু, পৃথিবীর শীর্ষবিন্দু তোমার পায়ের তলায়।” তেত্রিশ বছরের এরিকের চোখে জল। না, মুহূর্তের মধ্যেই সেটা বরফ। না, রেকর্ড গড়ার কোনও অনুভূতি নয়, নয় জয়ের গর্ব। নিজেরই অচেনা স্বরূপকে আবিষ্কারের অনুভূতি।

পাহাড় চিরকালই অজেয়। পাহাড়ে এসে কেবলমাত্র অতিক্রম করা যায় নিজের ক্ষুদ্রতাকে।

www.xtrapapers.com

B5 MCQ Comprehension [14]

বোধজ্ঞানের বহুবিকল্প প্রশ্ন

প্রত্যেক প্রশ্নের চারটি করে উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরটি বেছে তার সংখ্যাটি উত্তরপত্রে লেখ।

26 সর্বপ্রথম সফল এভারেষ্ট অভিযান ছিল

(1) ১৯২১ সালে
(2) ১৯৩২ সালে
(3) ১৯৫৩ সালে
(4) ২০০৪ সালে

27 এযুগে পর্বত আরোহণের ধারায় অগ্রগতি কীভাবে প্রমাণিত হয়?

(1) অভিযাত্রীরা সবাই গরমকালের পোশাকে পাহাড়ে যেতে পারে।
(2) এভারেষ্টের চূড়া থেকে মোবাইল ফোনে কথা বলা যায়।
(3) আজকাল যেকেউ এভারেষ্ট জয় করতে পারে।
(4) অভিযান শেষে সবাই নিরাপদে ফিরে আসতে পারে।

28 সর্বপ্রথম এভারেষ্ট বিজয়ী বাঙালি

(1) ফেরার পথে একজন সহযাত্রীকে হারান
(2) অন্য দুজন অভিযাত্রীর সঙ্গে ছিলেন
(3) ভারতীয় বায়ুসেনা দলের সদস্য।
(4) ভারতীয় নৌ-বাহিনীর সদস্য।

29 এরিক ওয়াইহেনমায়ারের হাতে একটি লাঠি ধরিয়ে দেওয়া হল

(1) তাঁর চলাফেরার সুবিধার জন্য।
(2) পাহাড়ে ওঠার জন্য।
(3) তাঁকে দেখাশোনার কোনও লোক ছিল না বলে।
(4) তাঁর অন্য কোনও সঙ্গী ছিল না বলে।

www.xtrapapers.com

30 এরিক শেষ পর্যন্ত এভারেষ্ট শৃঙ্গে উঠতে পেরেছিলেন কারণ

(1) তাঁর দৃষ্টিহীনতার কারণে সবার সহাযোগিতা পেয়েছিলেন।
(2) তাঁর সহঅভিযাত্রীরা সবাই অভিজ্ঞ পর্বতারোহী ছিলেন।
(3) তিনি খুব জেদী এবং দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন।
(4) তিনি চোখে কালো চশমা এবং অক্সিজেন-মুখোশ পরেছিলেন।

31 বন্ধু এভান্স কেন এরিককে তাঁর শীর্ষবিজয়ের খবরটা দিলেন?

(1) কারণ এরিকের কাছে এভান্স আগে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।
(2) কারণ এরিকের মোবাইল ফোন তখন কাজ করছিল না।
(3) কারণ বন্ধু এভান্স বাহবা নিতে চেয়েছিলেন।
(4) কারণ এরিক যে এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছে গেছেন নিজে তখনও বুঝতে পারেন নি।

32 কিছু অভিযাত্রী মনে করেন পাহাড়কে কখনও জয় করা যায় না কারণ

(1) পাহাড় শৃঙ্গ অনেক উঁচুতে, তাই সেখানে পৌঁছানো যায় না।
(2) পাহাড় চিরকালই উদ্ধত, চূড়ায় উঠে কেবলমাত্র নিজের ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করা যায় ।
(3) শৃঙ্গ জয়ের আনন্দ মুহূর্তেই অতল বিষাদে তলিয়ে যায়।
(4) সবসময় তুষারপাত ও ঝঞ্ঝার কারণে পাহাড়ে ওঠা যায় না।

www.xtrapapers.com

BLANK PAGE

TURN OVER FOR SECTION C

© UCLES 2010

www.xtrapapers.com

Section C
বিভাগ গ

নিচে দেওয়া অনুচ্ছেদটি ভালভাবে পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর যথাসম্ভব নিজের ভাষায় লেখ।

ট্রেনের খাবার-দাবার

ছেলেবেলায় রাকেশ ট্যান্ডন যখন মা-বাবার সাথে ট্রেনে করে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত ব্রিটিশ রাজের রাজধানী সিমলায় যাতায়াত করত তখন রেস্তোরাঁ গাড়িতে খেতে অভ্যস্ত ছিল। মিঃ ট্যান্ডন গত তিরিশ বছর ধরে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের কর্মী, এখন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ক্যাটারিং কর্পোরেশন- এর প্রধান কর্মকর্তা।

মিঃ ট্যান্ডন ছোটবেলা থেকে এযাবৎ অনেক পরিবর্তনই দেখেছেন। সেই রেস্তোরাঁ গাড়ি অনেক আগেই উঠে গেছে, এখন যাত্রীদেরকে নিজের আসনেই খাবার দেওয়া হয় স্টীলের তৈরী ট্রলিতে করে। চা-কফি আগে পরিবেশন করা হত চীনামাটির কাপ-প্লেটে, এখন দেওয়া হয় প্লাস্টিক কাপে। প্রায় শ'খানেক বেসরকারি ক্যাটারার্স আছে যাদের রান্নাঘর থেকে ষোলো লক্ষ রেলওয়ে যাত্রীসাধারণের জন্য নিত্য খাবার সরবরাহ করা হয়।

এখানে একেবারে অখাদ্য থেকে অত্যন্ত সুস্বাদু খাবারের বৈচিত্র্যও দেখা যায়। মিঃ ট্যান্ডনের কর্পোরেশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্যাটারার্সরা এখন থেকে যাত্রীসাধারণকে আর দেশের আঞ্চলিকতা ভেদে ভিন্ন মানের খাবার পরিবেশন করতে পারবে না। উনি ব্যাঙ্গালোরের এক নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেছেন আদর্শ রন্ধন-প্রণালীর একটি বই বের করতে যেটি নিশানস্বরূপ সব ক্যাটারার্সদের অনুসরণ করতেই হবে। জায়গা বিশেষে সম্ভবত একটা জিনিসই বদলাবে না, দুধ মেশানো মিষ্টি চা সর্বত্রই একই রকম পরিবেশন করা হবে।

উদাহরণস্বরূপ, পূর্বাঞ্চলীয় ট্রেনের তুলনায় উত্তরাঞ্চলের ট্রেনে মুরগির ঝোল পরিবেশন করা হয় অনেক বেশি তেল-মশলাদার, ঘন রঙের এবং গাঢ় প্রকৃতির। ঠিক একইভাবে দক্ষিণে পরিবেশিত সবজি আর ডাল দিয়ে তৈরী সম্বরের স্বাদে ও গাঢ়ত্বে ভিন্নতা দেখা যায় অঞ্চল ভেদে।

মিঃ ট্যান্ডনের কাজটা অনেক বড়। "একদিনে একটা ট্রেনে খাবার পরিবেশন করা প্রায় হাজার খানেক লোকের জন্য একটা রেস্তোরাঁ চালানোরই সামিল।" মিঃ ট্যান্ডন এও বললেন, "পুরো ব্যাপারটাই চালনা করা হয় সামরিক কায়দায়। খাবারটা তৈরি হয় স্টেশন থেকে ২০ কিমি দূরে, তারপর লরিতে করে এনে ট্রেনে তোলা হয়।"

কীভাবে খাবার তৈরি হয় তা খতিয়ে দেখার জন্য তাঁর কর্মচারীরা বেসরকারি ক্যাটারার্সদের রান্নাঘর পরিদর্শন করেছেন। তাদের সিদ্ধান্তই রন্ধন-প্রণালীর বইতে চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। মিঃ ট্যান্ডনের আশা এটা ইন্ডিয়ান রেলওয়ের রন্ধনশাস্ত্র হিসেবে গণ্য হবে, এমনকি বইয়ের আকারেও প্রকাশিত হতে পারে।

এর প্রধান লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে দেশের সব জায়গায় খাবারের গুণগত মানে সঙ্গতি রাখা, যাতে করে দক্ষিণ-ভারতের কেরালায় পরিবেশিত দোসা (চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী গোলা রুটি) এবং দেশের অপরপ্রান্তে অবস্থিত কানপুরে পরিবেশিত দোসার স্বাদে কোনও তফাৎ না থাকে।

খাবারের গুণগত মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে যদি বইটি সফল হয় তবে লক্ষ লক্ষ যাত্রীসাধারণ খুশী হবে। আগেকার দিনে যখন কেবলমাত্র উচ্চবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই রেস্তোরাঁ গাড়ির খাবার উপভোগের সুযোগ পেত তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদেরকে ভ্রমণের সময় নিজেদের বাড়িতে তৈরী খাবার সঙ্গে রাখতে হত।

আজকাল যাত্রীদের প্রত্যাশা অনেক বেড়েছে। কোনও কোনও ট্রেনে খাবারের তালিকার সঙ্গে একটা ফোন নম্বরও যোগ করে দেওয়া হয় যেখানে অভিযোগ করা যায়। মিঃ ট্যান্ডন এটাও পরিকল্পনা করেছেন আরও বেশি বিলাসবহুল ট্রেনে খাবারের তালিকায় ভারতীয়, চীনা এবং ইউরোপীয় খাবার অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

তাঁর মতে "রেলভ্রমণ মানে নিছক ক্রমপরিবর্তনশীল নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা নয়, ভালো খাবারের আস্বাদ গ্রহণের একটা সুযোগও বটে।"

www.xtrapapers.com

C6 OE Comprehension [36]

বোধজ্ঞানের মুক্ত প্রশ্ন

এখন বাঙলায় যথাসম্ভব তোমার নিজের ভাষায় নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

33 প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রেলওয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মিঃ ট্যান্ডনের জীবন ছোটবেলা থেকে এযাবৎ কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, চারটির বর্ণনা দাও।

34 মিঃ ট্যান্ডনের কর্পোরেশন কেন সিদ্ধান্ত নিল ট্রেনে খাবার পরিবেশনার ধারা বদলাতে হবে এবং এই পরিবর্তনের জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

35 মিঃ ট্যান্ডনের কর্পোরেশনের প্রতিদিনের কাজের মাত্রা নিয়ে লেখক সুনির্দিষ্টভাবে কী বর্ণনা করেছেন এবং কীভাবে বাস্তবে তারা এই বিশাল কাজের সাথে মোকাবিলা করে?

36 মিঃ ট্যান্ডনের কর্মচারীরা রন্ধন প্রণালীর বই লেখার জন্য কীভাবে গবেষণা করেছিল এবং এখান থেকে মিঃ ট্যান্ডন কী প্রত্যাশা করেন ?

37 সময়ের সাথে সাথে ট্রেনের যাত্রীসাধারণের জন্য খাবার পরিবেশনার ধারা কীভাবে বদলে গিয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দাও অষ্টম ও নবম অনুচ্ছেদের তথ্য অনুযায়ী।

38 উক্ত প্রবন্ধ অনুযায়ী মিঃ ট্যান্ডনের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমরা কী জানতে পারি ? তোমার জানা চারটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর।

C7 Vocabulary [10]

শব্দার্থ

*উপরের অনুচ্ছেদ থেকে নেওয়া নিচের শব্দগুলোর অর্থ **বাঙলায়** লেখ।*

39 নিত্য

40 ভিন্ন

41 উচ্চবিত্ত

42 প্রত্যাশা

43 নয়নাভিরাম

End of Paper

www.xtrapapers.com

BLANK PAGE

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every reasonable effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.

University of Cambridge International Examinations is part of the Cambridge Assessment Group. Cambridge Assessment is the brand name of University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), which is itself a department of the University of Cambridge.

© UCLES 2010